পোশাকের যত্ন ও পরিপাট্যতা

ইউনিট
১৭

ভূমিকা

পোশাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে এর যত্নের ওপর। অযত্নে ও সংরক্ষণের ত্রুটিতে অনেক সময় মূল্যবান কাপড়ও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। সুতরাং পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে হলে কাপড়ের জমিন অনুযায়ী কোন কাপড় কীভাবে যত্ন নিতে হয় এবং ব্যবহারের পর কীভাবে সংরক্ষণ করতে হয়, সে সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন। সঠিক নিয়মে যত্ন নিলে পোশাক পরিচ্ছদ টেকসই হয়, সুন্দর থাকে এবং অর্থের সাশ্রয় হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম শর্ত হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষার্থে নিজ দেহ ও পোশাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা প্রধান ভূমিকা পালন করে। পরিষ্কার দেহ ও পরিপাটি পোশাক দেহ ও মনের সুস্থতা বজায় রাখে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ১৭.১ : বস্ত্র ধৌতকরণ
পাঠ- ১৭.২ : বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি
পাঠ- ১৭.৩ : বস্ত্র সংরক্ষণ
পাঠ- ১৭.৪ : পরিপাট্যতা ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতা
পাঠ- ১৭.৫: পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ
পাঠ- ১৭.৬ : অপ্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যবহার

পাঠ-১৭.১ বস্ত্র ধৌতকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বস্ত্র ধৌতকরণের বলতে কী বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বস্ত্র শুষ্ক ধৌতকরণের প্রণালি বর্ণনা দিতে পারবেন;
- কৃত্রিম তন্তুর বস্ত্র ধোয়ার পদ্ধতি উল্লেখ করতে পারবেন;
- বিভিন্ন পরিষ্কারক দ্রব্য ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির পরিচয় দিতে পারবেন।

কোনো কাপড় বা পোশাক কিছুদিন ব্যবহার করলে ময়লা হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়। তখন তা সাবান, সোডা বা অন্য কোনো পরিষ্কারক দিয়ে ধুয়ে ব্যবহারের উপযোগী করে নিতে হয়। অনেক সময় ধোয়ার পর কাপড়ের স্বাভাবিক কাঠিন্য ও উজ্জ্বল ভাব তুলে ধরার জন্য নীল, স্টার্চ ইত্যাদি প্রয়োগ করে ইস্ত্রি করে নিলে কাপড়টি প্রায় নতুনের মতো মনে হয়। কাজেই সাবান, সোডা ইত্যাদি দিয়ে বস্ত্র পরিষ্কার করার পর প্রয়োজন অনুযায়ী নীল, মাড়, ইস্ত্রি ইত্যাদি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে বস্ত্রের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনাই বস্ত্র ধৌতকরণ। বস্ত্র ধৌতকরণের মূল উদ্দেশ্য দুটি- ১। কাপড়ের ময়লা দূর করে পরিষ্কার করা,
২। পরিষ্কার কাপড়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা

বস্ত্র ধৌতকরণের প্রণালিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

১। পানিতে ভেজানো

- বস্ত্র ভেজানোর জন্য সবসময় মৃদু পানি ব্যবহার করতে হবে। খর পানি ব্যবহারে কাপড়ে দাগ পড়ার সম্ভবনা থাকে।
- অত্যধিক ময়লাযুক্ত সাদা সুতি ও লিনেন বস্ত্র ধোয়ার পূর্ব বেশ কয়েক ঘন্টা সাবান পানিতে ভিজিয়ে রাখা যেতে পারে। সময় কম থাকলে ২/৩ ঘন্টাও ভিজিয়ে রাখা যায়। এর ফলে বস্ত্রের তন্তুর মধ্যে পানি ঢুকে স্টার্চ, ধুলা, বালি ইত্যাদি ময়লা আলগা করে দেবে।
- রঙিন কাপড় হলে লবণ পানিতে ভিজিয়ে রাখা উচিত। এতে কাপড়ের রং স্থায়ী হবে। তেমন ময়লা না হলে রঙিন কাপড় পানিতে ভিজিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই।
- কাচাঁ রঙের কাপড় ধোয়ার পূর্বে কখনও পানিতে ভিজিয়ে রাখা যাবে না।
- রেশম ও পশম বস্ত্রাদির তন্তু অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও মূল্যবান হওয়ায় ধোয়ার আগে পানিতে ভিজিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই।

২। ময়লা দূর করা ও ধোয়া

- সাদা সুতি ও লিনেন বস্ত্রের ময়লা দূর করার জন্য মৃদু গরম পানির সাথে সাবান, সাবানের গুঁড়া, ডিটারজেন্ট, সোডা ইত্যাদি ব্যবহার করে ময়লা দূর করতে হবে। ক্লোরিন বা উগ্র ব্লিচিংও অত্যধিক ময়লাযুক্ত বস্ত্রে ব্যবহার করা যায়। ফুটন্ত পানি অপেক্ষা অল্প গরম পানিই এক্ষেত্রে বেশি উপযোগী। বস্ত্রের ময়লা পরিষ্কারের পর ধবধবে সাদা ভাবটি ফুটিয়ে তোলার জন্য সাবান পানিতে ৫-৭ মিনিট ফোটাতে হয়। তারপর কয়েকবার গরম পানি ও সবশেষে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুলে ধবধবে সাদা ভাবটি ফুটে ওঠে।
- রঙিন বস্ত্রাদির ময়লা পরিষ্কারের জন্য ঠান্ডা পানি বা মৃদু গরম পানিতে (১০০-১১০ ডিগ্রী ফারেনহাইট) সাবান বা ডিটারজেন্ট গুলে ময়লা দূর করতে হবে। ময়লা উঠে গেলে পানি দিয়ে ধুয়ে সবশেষে ১ লিটার ঠান্ডা পানিতে ১ টেবিল চামচ ভিনেগার মিশিয়ে ২-৩ মিনিট কাপড়টি ভিজিয়ে রাখতে হবে। ধোয়ার সময় রং বিবর্ণ হয়ে গেলে এতে আবার ঔজ্জ্বল্য ফিরে আসবে।

- বেশি গরম বা বেশি ঠান্ডা উভয় প্রকার পানিই পশম বস্ত্রের জন্য ক্ষতিকারক। তাই ১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ৪.৫ লিটার মৃদু পানিতে আধা টেবিল চামচ অ্যামনিয়া ও ভালো ডিটারজেন্ট, লাক্স বা জেট সাবানের গুঁড়া মিশ্রিত করে খুব তাড়াতাড়ি ময়লা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। অত্যধিক ক্ষার জাতীয় সাবান এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। পশম বস্ত্রাদি খুব বেশিক্ষণ পানিতে ফেলে রাখতে নেই। এতে করে বস্ত্র শক্ত ও সংকুচিত হয়ে যায়। ময়লা পরিষ্কার হয়ে গেলে একই তাপমাত্রার পানিতে বারবার ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে পানি শুষে নিতে হবে। এক্ষেত্রে বস্ত্র কখনও মোচড়ানো উচিত নয়। পশম বস্ত্রাদি রঙিন হলে অ্যামনিয়া ব্যবহার করা যাবে না। ধোয়ার পর ৪.৫ লিটার মৃদু গরম পানিতে ১ টেবিল চামচ ভিনিগার ও সম পরিমাণ লবণ মিশ্রিত করে ধোয়া যেতে পারে। এর ফলে বস্ত্রের ঔজ্জ্বল্য ফিরে আসবে।
- রেশম বস্ত্রের জন্য অত্যধিক ক্ষার যুক্ত সাবান এবং গরম পানি ক্ষতিকারক। ঈষদুষ্ণ পানিতে নিউট্রাল ডিটারজেন্ট ব্যবহার করে ময়লা দূর করা যেতে পারে। রঙিন বস্ত্রের ক্ষেত্রে সাবান পানি ব্যবহার না করে শুষ্ক ধৌত বা ড্রাই ওয়াশ অর্থাৎ পেট্রোল ব্যবহার করাই উত্তম।

৩। নীল ও স্টার্চ প্রয়োগ

- সাবান ও সোডা ব্যবহারে সাদা বস্ত্রাদিতে যে হলদে ভাব দেখা যায় তা দূর করার জন্য বস্ত্রাদি নীলের পানিতে ডোবানো হয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে নীলের পানি কাপড় ডোবাবার সময়ই প্রস্তুত করতে হবে এবং কাপড়টি ভালোভাবে ঝাড়া দিয়ে নিতে হবে যাতে কাপড়ে কোনো ভাঁজ পড়ে না থাকে। আরো লক্ষ্য রাখতে হবে যে, নীলের পানিতে কাপড় বেশিক্ষণ ডুবিয়ে রাখা যাবে না, এর ফলে কাপড়ে দাগ পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।
- সুতি ও লিনেন বস্ত্রে স্টার্চ প্রয়োগ করলে কাঠিন্য ও চকচকে ভাব বজায় থাকে। এর ফলে কাপড় খুব তাড়াতাড়ি ময়লাও হয় না। স্টার্চের দ্রবণে কাপড়টি কয়েক মিনিট ভিজিয়ে রেখে, নিংড়ে নিয়ে অতিরিক্ত স্টার্চ বের করে কাপড় শুকাতে দিতে হয়।

৪। শুষ্ক করা

- সুতি ও লিনেন বস্ত্র সাদা হলে রোদে বা ঘাসের ওপর শুকাতে দিলে ধবধবে সাদা ভাব ফুটে ওঠে।
- সুতি, লিনেন ও রেশম বস্ত্র রঙিন হলে ছায়ায় শুকাতে দিতে হবে।
- পশম বস্ত্র ঈষদুষ্ণ পানি দিয়ে ধুয়ে পূর্বে এঁকে রাখা নকশার ওপর টান টান করে বিছিয়ে ভূমির সমতলে বাতাসে শুকাতে দিতে হয়। শুকানোর সময় মাঝে মাঝে বস্ত্রটি টেনে দিলে বস্ত্রের স্বাভাবিক আকৃতি ও নম্রতা ঠিক থাকে। এ ধরনের বস্ত্র হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে বা দড়িতে মেলে দিয়ে শুকানো উচিত না। এতে করে বস্ত্রের আকৃতি নষ্ট হয়ে যায়।

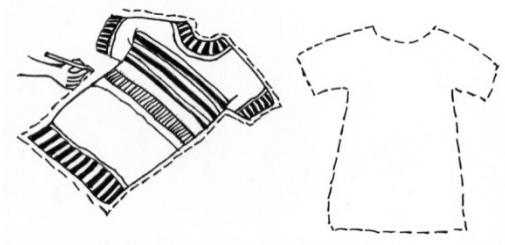

চিত্র-১৭.১.১: পশমি কাপড় ধোয়ার আগে নকশা অংকন

৫। ইস্ত্রি করা

- কাপড় ইস্ত্রি করার জন্য সঠিক ওজনের একটি ইস্ত্রি ও সঠিক উচ্চতার একটি আয়রণ বোর্ড প্রয়োজন। অনেক সময় টেবিলের ওপর পুরু চাদর, কম্বল বা কাঁথা বিছিয়েও ইস্ত্রি করা যায়।
- সুতি ও লিনেন বস্ত্র হলে ইস্ত্রি করার পূর্বে কাপড়টিতে সমভাবে পানি ছিটিয়ে ১-২ ঘন্টা তোয়ালে দিয়ে পেঁচিয়ে রাখতে হয়। এরপর সঠিকভাবে কাপড় ভাঁজ করে নির্ধারিত তাপমাত্রায় ইস্ত্রি করতে হয়।
- রঙিন বস্ত্রের ক্ষেত্রে খুব গরম ইস্ত্রি ব্যবহার না করাই উত্তম।
- পশম বস্ত্রের ক্ষেত্রে অল্প ভেজা থাকতেই বস্ত্রটি উল্টো করে ইস্ত্রি করে নিতে হয়। শুকিয়ে গেলে একটি ভেজা মসলিন কাপড় পশমি বস্ত্রের উপরে রেখে ইস্ত্রি করতে হয়।
- রেশম বস্ত্র একটু ভেজা থাকতেই ইস্ত্রি করে নিতে হয়। শুকিয়ে গেলে পুনরায় হালকা ভিজিয়ে নিতে হয়।
- ইস্ত্রি করার পরপরই বস্ত্রাদি আলমারিতে তুলে রাখতে নেই। কাপড়ে যে জলীয় বাষ্প থাকে তা থেকে এক প্রকার ফাঙ্গাস জন্মে। ফলে কাপড়ে চিতা পড়ে এবং ফেঁসে যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুতি, লিনেন, রেশম ও পশম বস্ত্রাদি ধৌতকরণের উপায় পৃথক চার্টে উল্লেখ করুন।

শুষ্ক ধৌতকরণ

পানি ব্যবহার না করে বিশেষ ধরনের কিছু রাসায়নিক পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করে কাপড় পরিষ্কার করাকেই শুষ্ক ধৌতিকরণ বলা হয়। কিছু কিছু রেশমি ও পশমি কাপড় সাবান পানিতে ধুলে সংকুচিত হয় কিংবা রং চটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এই পদ্ধতিতে কাপড় ধোয়া হলে কাপড়ের আকার আকৃতি ও উজ্জ্বলতা বজায় থাকে।

ব্যবহৃত উপকরণ: শুষ্ক ধৌতকরণের জন্য অনেক প্রকার রাসায়নিক দ্রাবক ব্যবহৃত হয়। এসব তরল পদার্থ সম্পূর্ণ পানিশূন্য থাকে। আর তাতে কিছুটা পানি থাকলেও তা তুলা বা কোনো প্রকার শোষক দিয়ে পানিশূন্য করা হয়। কেননা এ জাতীয় তরলে পানি থাকলে তা দিয়ে কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা যায় না।

উপকরণের যেসব বিশেষত্ব থাকা প্রয়োজন -

- শুষ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত তরলের কারণে যেন বস্ত্রে গন্ধ তৈরি না হয়।
- কিছু তরল আছে যা বেশি উদ্বায়ী-বাতাসে সহজে উবে যায় এবং এর ফলে ধোলাইয়ে বেশি খরচ হয়। আবার কিছু তরল পদার্থ আছে কম উদ্বায়ী-এতে কাপড় দেরিতে শুকায়। সে কারণে মাঝামাঝি উদ্বায়ী তরলই শুষ্ক ধোলাইয়ের জন্য উত্তম। তবে দুই বা ততোধিক তরলের মিশ্রিত দ্রাবকে শুষ্ক ধোলাই ভালো হয়।
- শুষ্ক ধোলাই-এ ব্যবহৃত পরিষ্কারক দ্রব্যাদি বা তরল পদার্থের মধ্যে পেট্রোলিয়াম ইথার, টারপেনটাইন কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেনজল, বেনজিন ও পেট্রোল উলে- খযোগ্য। এসব কয়টি পরিষ্কারক দ্রব্যের মধ্যে পেট্রোলই বেশি ব্যবহৃত হয়। কারণ পেট্রোল অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সহজলভ্য।

ধোয়ার নিয়ম: শুষ্ক ধৌতকরণের বিভিন্ন ধাপগুলো হলো–

- প্রথমে কাপড় থেকে আলগা ময়লা ঝেড়ে ফেলতে হয়।
- পরিষ্কারক তরল পদার্থটিকে পানিশূন্য করে নিতে হয়।
- পরপর চারটি পাত্রে ঐ পানিশূন্য তরল পদার্থ ঢেলে নিতে হয়।
  প্রথম পাত্রের তরলে কিছুটা বেনজিন সাবান বা লিসাপল জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য মেশালে ভালো হয়। কাপড়টি প্রথম পাত্রের তরলে ডুবিয়ে রগরিয়ে তুলতে হয়।
- তারপর কাপড়টি হাতে চেপে যথাসম্ভব তরল পদার্থ বের করে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাত্রের তরলে ধুয়ে নিতে হয়। চতুর্থ পাত্রের তরলে কিছুটা ভিনিগার মিশিয়ে নেওয়া উত্তম।
- এভাবে ধোয়ার পর কাপড়টি ছায়ায় শুকাতে হয়। শুকানোর সময় কাপড়টির মূল আকার সংরক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে টেনে পূর্বাকারে এনে নিতে হয়। এতে কাপড়ের আকার সংকুচিত হয় না।
- কাপড়টি এভাবে শুকানোর পর এর উপর ভেজা কাপড় বিছিয়ে ইস্ত্রি করে নিতে হয়।

সতর্কতা: শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতিতে কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হয়।

- কাপড় ধোয়ার স্থানে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা দরকার
- কাপড় ধোয়ার স্থানে বা কাছাকাছি স্থানে যেন আগুন না থাকে
- কাপড় ধোয়ার তরল যেন মেঝেতে না পড়ে।

এভাবে রেশমি ও পশমি বস্ত্র শুষ্ক পদ্ধতিতে বাড়িতেও ধোয়া যায়।

নাইলন, পলিয়েস্টার ইত্যাদি কৃত্রিম তন্তুর কাপড় ধোয়ার পদ্ধতি

কৃত্রিম বা সিনথেটিক তন্তুর বস্ত্র পানিতে ভিজিয়ে রাখলে সহজে নষ্ট হয় না। বেশি ময়লা বস্ত্র ঈষদুষ্ণ সাবান পানিতে ভিজিয়ে রাখলে সহজে পরিষ্কার হয়। কাপড় ধোয়ার সময় কখনও মোচড়াতে হয় না। আস্তে থুপে থুপে ধুতে হয়। পানি বদলে একাধিকবার পরিষ্কার পানি ব্যবহার করে ময়লা ও সাবান দূর করতে হয়। তারপর ছায়াযুক্ত স্থানে দড়িতে টানিয়ে শুকাতে হয়। এই তন্তুর বস্ত্রগুলো ধৌতকরণের ফলে তেমন কুঞ্চন পড়ে না বলে ইস্ত্রি না করলেও চলে।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে বস্ত্রের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের তন্তুর বস্ত্র পরিষ্কারকরণে বিভিন্ন ধরনের পরিষ্কারক ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়। কিছু বস্ত্র পরিষ্কারক এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যের বিবরণ দেয়া হলো-

পরিষ্কারক দ্রব্য

সাবান: সাবান একটি সহজলভ্য ও উত্তম পরিষ্কারক উপকরণ। আমাদের ব্যবহার্য বেশিরভাগ কাপড়ই সাবান দিয়ে কাচা হয়। সাবানে কস্টিক সোডার পরিমাণ বেশি থাকলে সেই সাবান বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য উপযোগী নয়। বস্ত্র পরিষ্কারক সাবান অবশ্যই দেখতে হলদে বা গাঢ় রঙের হবে না, সাবান এমন শক্ত হবে হবে যাতে আঙ্গুলের সাহায্যে চাপ দিলে গর্ত হবে না, সাবানের গা মসৃণ হবে। সাবান কাপড়ের ময়লাকে বের করে ধরে রাখে, পানি দিয়ে ধুলে ময়লাসহ সাবান ধুয়ে যায় এবং কাপড় পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

কাপড় কাচা সোডা: কাপড় কাচা সোডাকে সোডিয়াম কার্বনেট বলে। বেশি ময়লা এবং তৈলাক্ত সূতি ও লিনেন কাপড় পরিষ্কার করা, জীবাণুমুক্ত করা ও দুর্গন্ধমুক্ত করার জন্য সোডা ব্যবহার করা হয়। তবে সবরকম কাপড়ের জন্য সোডা ব্যবহার করা ঠিক নয়। সোডার অতিরিক্ত ক্ষারের প্রভাবে রেশমি ও পশমি কাপড় নষ্ট হয়ে যায়।

গুঁড়া সাবান: বর্তমানে আমাদের দেশে গুঁড়া সাবানের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। পাত্রে পরিমাণ মত পানি নিয়ে গুঁড়া সাবান গুলিয়ে ফেনা তৈরি করে সহজে অনেক কাপড় কাঁচা যায়। হুইল, তিব্বত, জেট, রিন হোয়াইট পাউডার ইত্যাদি বিভিন্ন নামে গুঁড়া সাবান পাওয়া যায়। এসব গুঁড়া সাবানে ক্ষারজাতীয় উপাদান থাকে বলে কাপড়ের ধরন বুঝে সাবধানে ব্যবহার করতে হয়।

অ্যামোনিয়া: এটা এক প্রকার তীব্র গ্যাস। সাধারণত পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় অ্যামোনিয়া বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সাদা রেশম ও পশমের বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য খর পানিকে অ্যামোনিয়ার সাহায্যে মৃদু করা হয়। রঙিন বস্ত্র এ ধরনের মৃদু পানিতে পরিষ্কার করা হয় না। কারণ অ্যামোনিয়ার ফলে রঙ চটে যাবার সম্ভবনা থাকে। কখনও কখনও কাপড়ের দাগ ওঠাবার জন্যও এটি ব্যবহার করা হয়।

রিঠা: প্রাচীনকাল থেকেই রিঠা ফল রেশম, পশমের বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রিঠার খোসার মধ্যে স্যাপোনিন নামে একটা পদার্থ আছে এই স্যাপোনিনই কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে। এতে কাপড়ের উজ্জ্বলতা, কোমলতা বাড়ায় ও রং ভালো থাকে।

সিনথেটিক ডিটারজেন্ট: ডিটারজেন্ট এক ধরনের ক্ষারবিহীন পরিষ্কারক উপকরণ। রেশম, পশম ইত্যাদি মূল্যবান বস্ত্র ডিটারজেন্টের সাহায্যে নির্ভয়ে পরিষ্কার করা যায়। এতে রঙিন বস্ত্রের রং চটে যাবার সম্ভবনা থাকেনা।

আনুষঙ্গিক দ্রব্য

বোরাক্স: বোরাক্স নামের এই পরিষ্কারক দ্রবণটি আমাদের দেশে সহজলভ্য নয়। বোরাক্স-এর জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় তাই কাপড়ে কাঠিন্য এবং ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করতে এটি ব্যবহার করা হয়। এ দ্রব্যটি অনেক সময় কাপড়ের দাগ তুলতেও ব্যবহার করা হয়।

স্টার্চ: চাল, আলু, ভুট্টা ইত্যাদি থেকে স্টার্চ প্রস্তুত করা হয়। স্টার্চ ব্যবহারে কাপড়ের স্বাভাবিক কাঠিন্য এবং ধবধবে ভাব ফিরে আসে। স্টার্চ ব্যবহার করলে কাপড় সহজে ময়লা হয়না।

গঁদ (Gam arabic): রেশম বস্ত্রের কাঠিন্য সৃষ্টি করতে এবং বস্ত্রের উজ্জ্বলতা আনতে এটি ব্যবহৃত হয়।

নীল: কাপড় পরিষ্কার করার সময় সাবান ব্যবহারের ফলে কাপড়ে হলদে ভাবের সৃষ্টি হয়, একমাত্র নীল ব্যবহারের ফলে হলদে ভাব কেটে নীলাভ শুভ্রতা দেখা দেয়। কাপড়ে ব্যবহারের জন্য আলট্রামেরাইন (Aeltramarine), প্রুশিয়ান (Prussian) এবং ইনডিগো নীল বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। নীল তরল ও পাউডার দু'ভাবেই পাওয়া যায়।

কাপড় মোলায়েমকারক: সিনথেটিক কাপড়ের বস্ত্র কিছুদিন ব্যবহার করার পর একটু দৃঢ় প্রকৃতির হয়ে যায়। কাপড় মোলায়েমকারক ব্যবহার করলে কাপড় নরম ও কোমল থাকে। তবে বেশি ব্যবহারে কাপড়ের পানি শোষণ ক্ষমতা হ্রাস পায়।

জীবাণুনাশকঃ কোনো সংক্রামক রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার পর ব্যবহৃত জামাকাপড় জীবাণুমুক্ত করার জন্য জীবাণুনাশক উপকরণ দিয়ে ধোয়া হয়। যেমন- ক্লোরিন বি- চ।

ভিনিগারঃ বস্ত্র পরিষ্কারক দ্রব্য ভিনিগারকে কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া রঙিন কাপড়ের রং চটে গেলে পানিতে সামান্য ভিনিগার মিশিয়ে ঐ পানিতে কিছুক্ষণ রাখলে রং ফিরে আসে।

লবণঃ নতুন রঙিন কাপড়ের কাঁচা রং পাকা করার জন্য লবণের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। রঙিন বস্ত্র পরিষ্কার করার সময় সাবান পানিতে সামান্য পরিমাণে লবণ গুলে নিলে কাপড়ের রং নষ্ট হয় না। কাপড়ের দাগ তুলতেও লবণ ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	গৃহে ব্যবহৃত পরিষ্কারক এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সম্পর্কিত তথ্য চার্ট আকারে উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

পোশাক ব্যবহারের পর ময়লা হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়লে সাবান, সোডা বা অন্য কোনো পরিষ্কারক দ্রব্য এবং কাপড়ের ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে আনার জন্য নীল, স্টার্চ ইত্যাদি ব্যবহারের আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে বস্ত্রের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনাই বস্ত্র ধৌতকরণ। বস্ত্র ধৌতকরণের ধাপগুলো হলো– বস্ত্র পানিতে ভেজানো, ময়লা দূর করা ও ধোয়া, নীল ও স্টার্চ প্রয়োগ, শুষ্ক করা এবং ইস্ত্রি করা। শুষ্ক ধৌতকরণ বা ড্রাই ওয়াশ কাপড় ধোয়ার অপর এক প্রকার গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। পানি ব্যবহার না করে কিছু পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করে কাপড় পরিষ্কার করাই শুষ্ক ধৌতকরণ। সাধারণত রেশমি ও পশমি বস্ত্র এ পদ্ধতিতে ধোয়া হয়। সাধারণ ধৌতকরণ পদ্ধতিতে পরিষ্কারক হিসেবে সাবান, সোডা, গুঁড়া সাবান, অ্যামোনিয়া, রিঠা ইত্যাদি এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্য হিসেবে বোরাক্স, স্টার্চ, নীল, জীবাণুনাশক, ভিনিগার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন ধরনের বস্ত্র ঘাসের ওপর শুকাতে দিলে ধবধবে সাদা হয়?

ক) সাদা সুতি খ) রঙিন সুতি

গ) সাদা পশম ঘ) সাদা রেশম

২। পশমি বস্ত্র ভূমির সমতলে রেখে শুকালে কী হয়?

ক) রং নষ্ট হয় না খ) আকৃতি ঠিক থাকে

গ) বেশি সাদা হয় ঘ) কাঠিন্য ভাব বজায় থাকে

পাঠ-১৭.২ বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতির বর্ণনা দিতে পারবেন;
- বস্ত্র মেরামতকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করতে পারবেন;
- বস্ত্র থেকে দাগ অপসারণের গুরুত্ব বলতে পারবেন।

বস্ত্র ধৌতকরণ' পারিবারিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার একটা উল্লেখযোগ্য দিক। প্রায় প্রতিদিনই আমাদের ব্যবহার্য কাপড় পরিষ্কার করতে হয়। কখনও কখনও সাপ্তাহিক বা মৌসুমভিত্তিক ধৌতকরণ প্রক্রিয়া চলে। কাপড় ধোয়া পরিশ্রমের কাজ। এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করার জন্য পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেয়া যায়। যেমন-

১। ময়লা বস্ত্রাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা, ২। বস্ত্র বা পোশাক মেরামত করা অর্থাৎ রিফু, তালি, সেলাই করা বা বোতাম লাগানো, ৩। বস্ত্র থেকে দাগ অপসারণ

১। ময়লা বস্ত্রাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা

- পরিষ্কার করার সুবিধার জন্য ময়লার তারতম্য অনুসারে জামা কাপড়, বিছানার চাদর, নিত্য ব্যবহার্য কাপড়, ছোট কাপড় ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিলে সুবিধা হয়।
- বিভিন্ন ধরনের তন্তুর কাপড়ে (সুতি, লিনেন, রেশম, নাইলন, টেট্রন ইত্যাদি) একই পরিষ্কারক দ্রব্য বা ধৌতকরণ পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়। প্রকৃতি এবং ধোয়ার পদ্ধতি অনুযায়ী একই রকম কাপড় এক সাথে রাখা উচিত।
- বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বে পোশাকের বা বস্ত্রের আকার অনুযায়ী বাছাই করতে হবে। এর ফলে রুমাল, মোজা ইত্যাদি ছোটখাটো পোশাক হারিয়ে যাবার ভয় থাকে না।
- কাপড় বা পোশাকের গায়ে যদি ধৌতকরণ বিষয়ক কোনো নির্দেশনা থাকে তবে তা অনুসরণ করা উচিত।

২। বস্ত্র বা পোশাক মেরামত করা অর্থাৎ রিফু, তালি, সেলাই করা বা বোতাম লাগানো

কাপড় ধোয়ার পূর্বে পোশাকের বা বস্ত্রের প্রয়োজনীয় মেরামত করে নিতে হয়। কাপড়ের কোনো অংশে ছেঁড়া থাকলে তা রিফু বা তালি দিয়ে ঠিক করে নিতে হয়। তা না হলে ধৌত করার সময় আরও বেশি ছিঁড়ে যেতে পারে। এই ছেঁড়া বড় হলে পোশাক পরিধান করার অযোগ্য হয়ে পড়ে। এছাড়া বোতাম, হুক, বকলেস ইত্যাদি ঢিলা কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কোনো আলংকারিক বোতাম, ক্লিপ থাকলে তা খুলে রাখতে হবে।

ক) রিফু করা: পোশাকের কোনো স্থানে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে বা ফেঁসে গেলে ছেঁড়া স্থানের পড়েন সুতা সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে সূঁচের সাহায্যে ভরে দেয়াকে রিফু বলা হয়। এজন্য বস্ত্রের সুতা অনুযায়ী সূঁচ ও সুতার প্রয়োজন। তাছাড়া রিফু করার সুতা ও কাপড়ের রং এক হতে হয়।

রিফু করার সময় ছেঁড়া অংশের চারদিকে প্রথমে পেন্সিলের দাগ দিয়ে নিতে হয়। দাগের উপর দিয়ে ছোট করে রান ফোঁড় দিয়ে সেলাই করলে কাপড়ের সুতা খুলে আসবে না। এরপর এক একটি সুতার ভিতর দিয়ে সুঁচ দিয়ে প্রথমে টানা সুতার (Warp yarn) অংশ পরিপূরণ করতে হয়। ছেঁড়া অংশের সম্পূর্ণটা টানা সুতায় ভরে তুলে একই পদ্ধতিতে ভরা সুতার (Filling yarn) অংশের একটা সুতার উপর ও নিচ দিয়ে সেলাই করে পূরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে ফ্রেম ব্যবহার করলে সুবিধা হয়।

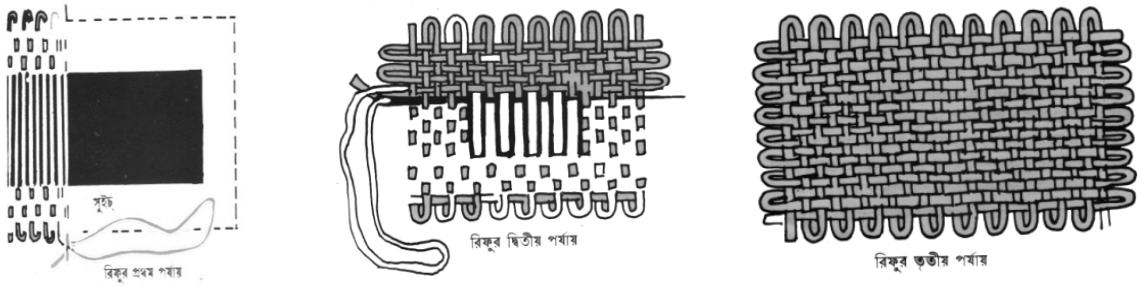

চিত্র-১৭.২.১: কাপড়ে রিফু করা

খ) তালি দেওয়া: বস্ত্র ও পোশাক কোথাও ছিঁড়ে গেলে এক পরতা কাপড়ের উপর আরেক পরতা কাপড় রেখে সেলাই করে আটকানোকেই তালি দেওয়া বলা হয়। পোশাক পরিচ্ছেদের কোনো অংশ ছিদ্র হলে, পুড়ে গেলে বা পোকায় কাটলে তালি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। তালি দুধরনের হয়ে থাকে। যথা-

(i) সাধারণ তালি : তালি গোলাকার বা চার কোণাকার হতে পারে। যে কাপড়ে তালি দেওয়া হবে তার অনুরূপ রং ও জমিনের বড় একখন্ড কাপড় নিতে হবে। তালির কাপড় ছেঁড়া অংশ অপেক্ষা বড় হবে। টুকরা কাপড়টি তালি দেয়ার পূর্বে ভালোভাবে ধুয়ে ইস্ত্রি করে নিতে হয়। যে কাপড়টি দিয়ে তালি দিতে হবে সে কাপড়ের টুকরা ছেঁড়া জায়গায় বসিয়ে ধার মুড়ে চারদিকে হেম ফোঁড় দিয়ে কাপড়ের সাথে আটকাতে হবে। এবার কাপড়টাকে উল্টো করে ছেঁড়া জায়গাটা কোণাকোণি কেটে মুড়ে টুকরা কাপড়ের সাথে ব্লাইন্ড হেম ফোঁড় দিয়ে সেলাই করে বসাতে হবে।

(ii) নকশা তালি : সাধারণ তালির জন্য কাপড়ের রঙের তালির কাপড় পাওয়া না গেলে অথবা তালি দিলে দেখতে খারাপ লাগবে মনে হলে অথবা ব্যবহৃত কাপড়টির সৌন্দর্য নষ্ট করতে না চাইলে- নকশা তালির মাধ্যমে মেরামত করা যায়। এক্ষেত্রে অন্য রঙের কাপড় দিয়ে নকশা কেটে, ছেঁড়া কাপড়ের উপর প্রথমে টাক দিয়ে আটকিয়ে, পরে বোতাম ফোঁড় দিয়ে সেলাই করতে হবে। উল্টা দিকের ছেঁড়া কাপড় সাধারণ তালির মতো সেলাই করতে হবে। যাতে সুতা বের হতে না পারে। এই নকশা তালির মতো আরো নকশা করে সমস্ত কাপড়ে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আরো নকশা বসিয়ে নিলে তালি দেওয়ার ব্যাপারটি বোঝা যায় না। একে অনেকটা এ্যাপ্লিক নকশার মতো দেখায়। ছেলেদের প্যান্ট, শিশুদের জামায় নকশা তালি হিসেবে বড় স্টিকার ব্যবহার করা যায়।

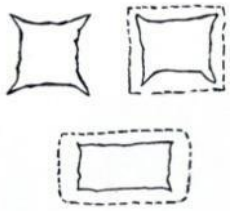

চিত্র-১৭.২.২: সাধারণ তালি

চিত্র-১৭.২.৩: নকশা তালি

৩। বস্ত্র থেকে দাগ অপসারণ

নানা কারণে জামাকাপড়ে দাগ লেগে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়। দেখতেও খারাপ লাগে। পরিষ্কারক দ্রব্যের সংস্পর্শে এসে দাগটি স্থায়ীভাবে থেকে যেতে পারে। তাই সম্পূর্ণ কাপড়টি ধোয়ার আগে দাগযুক্ত স্থানটির দাগের উৎস ও তন্তুর প্রকৃতি যাচাই করে যথাযথ পদ্ধতিতে বস্ত্র থেকে দাগ অপসারণ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি ছক আকারে উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেয়া যায়। যেমন- ১। ময়লার তারতম্য, কাপড়ের প্রকৃতি, পোশাক বা বস্ত্রের আকার অনুসারে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা। ২। ধৌত করার পূর্বে পোশাকের বা বস্ত্রের কোনো অংশে ছেঁড়া থাকলে তা রিফু বা তালি দিয়ে ঠিক করে নিতে হয়। এছাড়া বোতাম, হুক, বকলেস ইত্যাদি ঢিলা কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কোনো আলংকারিক বোতাম, ক্লিপ থাকলে তা খুলে রাখতে হবে। ৩। নানা কারণে জামাকাপড়ে দাগ লাগে। তাই সম্পূর্ণ কাপড়টি ধোয়ার আগে দাগযুক্ত স্থানটির দাগের উৎস ও তন্তুর প্রকৃতি অনুসারে দাগ অপসারণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কাপড়ের কোনো অংশ ফেঁসে গেলে কী পদ্ধতিতে মেরামত করতে হবে?

ক) সাধারণ তালি খ) মেশিনে সেলাই

গ) নকশা তালি ঘ) রিফু

২। পোকায় কাটা কাপড় মেরামত করার সঠিক পদ্ধতি কোনটি?

ক) তালি খ) রিফু

গ) জোড়া ঘ) রং করা

পাঠ-১৭.৩ বস্ত্র সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কাপড় সংরক্ষণের লক্ষণীয় বিষয় এবং পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;

সংরক্ষণ বলতে কোনো কিছু সঠিক নিয়মে রেখে দেয়াকে বোঝায়। এই পাঠে বস্ত্র সংরক্ষণ বলতে ব্যবহৃত বস্ত্র ধোয়া ও ইস্ত্রি করার পর যথাযথ স্থানে স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী সময়ের জন্য রেখে দেয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। আমরা নানা ধরনের কাপড় চোপড় ব্যবহার করি। এদের মধ্যে ঘরোয়া পোশাক, বাইরের পোশাক, উৎসব-অনুষ্ঠানের পোশাক, মৌসুমি পোশাক উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রায় সব বাড়িতেই বিছানার চাদর, মশারি, পর্দা, টেবিল ক্লথ, কুশন কভার, ন্যাপকিন, ট্রে ক্লথ ইত্যাদি থাকে। এগুলোর উজ্জ্বলতা, সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য সঠিকভাবে যত্ন ও সংরক্ষণ করতে হয়। সংরক্ষণ এর জন্য স্টিল ও কাঠের আলমারি বা বড় বাক্স, সুটকেস ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

কাপড় সংরক্ষণের লক্ষণীয় বিষয়

- আটপৌঢ়ে পোশাক, উৎসবের পোশাক গৃহস্থালীর ব্যবহার্য বস্ত্র, শীতবস্ত্র ইত্যাদি শ্রেণিভেদে ভাগ ভাগ করে রাখলে কাজের সুবিধা হয়। এছাড়া, ছোট বড় কাপড় ভাগে ভাগে সংরক্ষণ হলে প্রয়োজনের সময় সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।
- লেপের কভার, বিছানার চাদর, কম্বল প্রভৃতির ভাঁজে ভাঁজে কালোজিরা, শুকনা চা পাতা, নিমপাতা কাপড়ের পুটলিতে বেঁধে রেখে দেয়া যায়।
- সুতি ও লিনেন কাপড়ে মাড় দেয়া থাকলে সিলভার ফিস নামক এক ধরনের পোকা দিয়ে আক্রান্ত হয়। তাই বেশি দিনের জন্য সংরক্ষণ করতে হলে মাড় না দেয়াই ভালো।
- রেশমি বস্ত্রের দাম তুলনামূলক বেশি। কার্পেট বিটেলস নামক এক ধরনের পোকা রেশম তন্তু খেয়ে ফেলে। তাই সংরক্ষণের আগেই সঠিক নিয়মে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।
- ধোয়া কাপড় ইস্ত্রি করে বাতাসে শুকিয়ে আর্দ্রতামুক্ত করে আলমারি বা বাক্সে রাখতে হবে। তা না হলে কাপড়ে ফাঙ্গাস জন্মে ও চিতা পড়ে। এতে বস্ত্রের তন্তু দুর্বল হয়ে যায় এবং ব্যবহারের সময় ফেঁসে যায়।
- কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন, মথবল, কালোজিরা, শুকনো নিমপাতা, চা পাতা দিতে হবে।
- সংরক্ষণ করার আগে আলমারি বা বাক্সে কীটনাশক স্প্রে করে নিলে ভালো হয়।
- সংরক্ষিত কাপড়গুলো মাঝে মাঝে বের করে হালকা রোদে মেলে বাতাস লাগিয়ে স্যাঁতস্যাঁতে ভাব দূর করতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন ধরনের তন্তুর বস্ত্র সংরক্ষণে সতর্কতামূলক বিষয়সমূহ লিখিতভাবে উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

বস্ত্রাদি ধোয়া ও ইস্ত্রি করার পর এগুলোর উজ্জ্বলতা, সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য সঠিকভাবে যত্ন ও সংরক্ষণ করতে হয়। সংরক্ষণ এর জন্য স্টিল ও কাঠের আলমারি, বড় স্টিলের বাক্স, সুটকেস ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ফাঙ্গাস, ছত্রাক, কীটপতঙ্গের হাত থেকে বস্ত্র রক্ষার জন্য এসব স্থানে কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন, কালোজিরা, শুকনা চা পাতা, নিমপাতা রাখা ভালো। মাঝে মাঝে রোদে দিয়ে শুকিয়ে নিলে কাপড়ের স্যাঁতস্যাঁতে ভাব দূর হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গুবরে পোকা কোন ধরনের বস্ত্রের জন্য ক্ষতিকারক?

ক) সুতি খ) লিনেন
গ) রেশম ঘ) পশম

২। কোন ধরনের কাপড় মাড় দিয়ে রাখলে পোকা আক্রমন করে?

ক) সুতি ও লিনেন খ) রেশম
গ) নাইলন ঘ) রেয়ন

পাঠ-১৭.৪ পরিপাট্যতা ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পরিপাট্যতা ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- পরিপাট্যতা বজায় রাখার জন্য করণীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- দৈহিক পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য করণীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে সবাই ভালোবাসে। এ জন্য সে নিজেকে মনের মতো পরিপাটি করে সাজায়। কোনো ব্যক্তির সাজসজ্জার পারিপাট্য বলতে ব্যক্তির দেহের সাথে মানানসই পোশাক পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক প্রসাধন ব্যবহারের মিলিত অবস্থাকে বোঝায়। শারীরিক সৌন্দর্য তখনই উদ্ভাসিত হয় যখন শরীর সুস্থ থাকে। সুস্থ দেহে সুস্থ মনের বসবাস। সুস্থ মনই ব্যক্তিকে শৈল্পিকভাবে পরিপাটি থাকতে তাড়িত করে।

পারিপাট্য বজায় রাখার জন্য করণীয় বিষয়গুলো হলো–

- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা যেমন- চুল, চোখ, দাঁত, নখ ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতা ও স্বাভাবিক সুস্থতা ও সৌন্দর্য বজায় রাখতে হবে।
- দেহে সৌষ্ঠবের ভঙ্গিতে ঋজুতা, সাবলীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা এবং কথা বলার স্বাভাবিক ভঙ্গি বজায় রাখতে হবে।
- অনুষ্ঠান, উপলক্ষ, স্থান, আবহাওয়া, বয়স, পেশা, দেহের আকার, আয়তন ইত্যাদি বিবেচনা করে মানানসই পোশাক পরা উচিত। কারণ সবধরনের ডিজাইন ও পোশাক সবার জন্য প্রযোজ্য নয়।
- পরিপাটি হওয়ার জন্য দামী বা অত্যাধুনিক পোশাকের প্রয়োজন নেই। প্রচলিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সাধারণ পোশাক পরিধান করেও পরিপাটি হওয়া যায়।
- সাধারণ পোশাকের সাথে আনুষঙ্গিক প্রসাধনীর সুসমন্বয় ঘটিয়ে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠা যায়। অর্থাৎ পোশাকের সাথে জুতা, হাত ব্যাগ, গহনা, মেক-আপ ইত্যাদির সমন্বয় সাধন করা সুপারিপাট্যের অন্যতম শর্ত। যেমন- শাড়ির সাথে কেডস মানানসই নয়। একইভাবে স্কুলের পোশাকের সাথে উঁচু হিল পরা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। স্কুলের মেয়েদের লিপিস্টিক, কাজল, গহনা ইত্যাদির ব্যবহার পারিপাট্যের পরিপন্থি। অর্থাৎ পারিপাট্যের জন্য পরিধেয় পোশাক পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।
- সাংস্কৃতিক রীতি অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা উচিত। যেমন- একজন বাঙালি মেয়েকে শাড়িতে এবং বাঙালি ছেলেকে পায়জামা-পাঞ্জাবিতে ভালো দেখায়।
- পোশাকে শিল্প সৃষ্টির উপাদান ও নীতিগুলোর সমন্বয় ঘটাতে পারলে পরিধানকারী আকর্ষণীয় উঠতে পারে। পোশাকের বিভিন্ন অংশের সাথে রং, রেখা ও জমিনের মিল পরিপাট্য আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ যেমন- শাড়ির সাথে উপযুক্ত ব্লাউজ, সালোয়ার-কামিজের সাথে উপযুক্ত ওড়না, মানানসই সার্ট ও প্যান্ট ব্যবহার মার্জিত রুচির পরিচয় বহন করে।
- সময়োপযোগী পোশাক নির্বাচন ও পরিধান করা পরিপাট্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- পারিপাট্যের জন্য পোশাক পরিচ্ছদের নিয়মিত যত্ন অর্থাৎ ধোয়া, ইস্ত্রি ও মেরামত প্রয়োজন।

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা

সুস্বাস্থ্যই ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত। সুন্দর স্বাস্থ্য সুন্দর মনের জন্ম দেয়। সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথা: হাত, পা, দাঁত, চোখ, নখ, কান, নাক, গলা, চুল, ত্বক ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর পরিচ্ছন্নতা এবং পরিধেয় পোশাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতার সার্বিক রূপই হল দৈহিক পরিচ্ছন্নতা। দৈহিক পরিচ্ছন্নতার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যত্ন তথা দাঁত, ত্বক, চুল মোহনীয় হয়ে উঠলে মানসিক জড়তা দূর হয় ও ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ব্যবহার্য পরিচ্ছদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায়

থাকলে নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে সবার সামনে প্রকাশ করতে কোনো সংকোচ থাকে না। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য করণীয় বিষয়গুলো হলো–

ক) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

হাতের যত্নঃ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার সর্বাগ্রে থাকে হাতের যত্ন। হাতের পরিচ্ছন্নতার জন্য যেসব বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন সেগুলো হলো–

- কোনো কাজ করার পর হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে।
- হাতের মসৃণতা বজায় রাখার জন্য ক্রিম বা লোশন ব্যবহার করতে হবে।
- হাতের নখ কেটে ছোট রাখতে হবে। নখের মধ্যে ময়লা ঢুকলে তা পেটে গিয়ে রোগ সৃষ্টি করে।
- হাতে বিভিন্ন তরকারির কষের দাগ কিংবা রান্নার মশলার দাগ লাগলে লেবু দিয়ে ঘষে হাত দাগমুক্ত করা যায়।

পায়ের যত্নঃ পায়ের যত্নে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো–

- প্রতিদিন পা সাবান দিয়ে ঘষে ময়লা পরিষ্কার করতে হবে। মসৃণতা রক্ষার জন্য তেল, লোশন, গ্লিসারিন, পেট্রোলিয়াম জেলি ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।
- মাঝে মাঝে ঈষদুষ্ণ গরম পানিতে স্যাম্পু, তেল ও লবণ গুলে পা ৩০-৩৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে পায়ের ময়লা এবং ক্লান্তি দূর হয়।

দাঁতের যত্নঃ দুর্গন্ধমুক্ত ও ঝকঝকে দাঁত সৌন্দর্য ও সুস্বাস্থ্যের পরিচায়ক। দাঁতের যত্নে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো–

- প্রতিদিন মানসম্মত পেস্ট বা দাঁতের মাজন ব্যবহার করে দু'বেলা দাঁত পরিষ্কার করতে হবে। দাঁত মাজার জন্য ছাই, কয়লা, পোড়ামাটি স্বাস্থ্যসম্মত নয়।
- খাওয়ার পর কুলি করে দাঁত পরিষ্কার করে নিতে হবে।

চোখের যত্নঃ মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গের মধ্যে চোখই সবচেয়ে কোমল, সূক্ষ্ম এবং স্পর্শকাতর। কালিমাহীন, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল চোখ সুস্থতার পরিচয় বহন করে। চোখের সুস্থতা রক্ষায় নিচের বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে–

- প্রতিদিন ভোরে চোখ পরিষ্কার করে ঠান্ডা পানির ঝাপটা দিতে হবে।
- তীব্র বা উজ্জ্বল এবং কম বা নিস্প্রভ এ দু'ধরনের আলোই চোখের জন্য ক্ষতিকর। কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী স্বস্তিদায়ক আলোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- নীল বা সবুজ রং চোখে স্নিগ্ধ অনুভূতি আনে ও ক্লান্তি দূর করে।
- চোখের সুস্থতার জন্য ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করতে হয়।
- চোখ চুলকালে বা লাল হলে কিংবা পানি ঝরলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

চুলের যত্নঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল, মসৃণ এবং সুবিন্যস্ত চুল সৌন্দর্যের প্রতীক। যেসব বিষয়গুলো চুলের সৌন্দর্য ও সুস্থতা রক্ষা করে সেগুলো হলো–

- নিয়মিতভাবে চুল আঁচড়াতে হবে এবং পরিষ্কার রাখতে হবে। এজন্য অল্প ক্ষারযুক্ত সাবান, রিঠা, স্যাম্পু ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।
- খুশকি দূর করার জন্য প্রাকৃতিক উপকরণ যেমন মশুরের ডালের পানি, লেবুর রস, মেথি বাটা, নিমপাতার পানি, ডিমের কুসুম, টক দই, চায়ের লিকার ইত্যাদি ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।
- চুলের মসৃণতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত তেল ব্যবহার করতে হবে।

নাক-কান ও গলাঃ নাক-কান ও গলা এ অঙ্গগুলোর সুস্থতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঠান্ডা লাগলে নাক, কান, গলা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নাক দিয়ে অনবরত পানি ঝরলে দেখতে যেমন খারাপ লাগে তেমনি স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বাঁধার সৃষ্টি হয়। স্পষ্ট ভাষায় মিষ্ট স্বরে কথা বললে সুন্দর ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় ফুটে ওঠে। গলার সুস্থতার জন্য লবণযুক্ত গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করা ভালো।

ত্বকের যত্নঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ত্বক উজ্জ্বল ও রোগমুক্ত হয়। ত্বকের বর্ণ যেমনই হোক না কেন তা যদি কোমল, উজ্জ্বল, মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন হয় তাহলে তা ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে তোলে। ত্বকের সুস্থতার জন্য প্রয়োজন–

- নিয়মিত গোসল করা ও পরিষ্কার থাকার অভ্যাস করা।
- কখনই বেশি গরম বা বেশি ঠান্ডা পানি ব্যবহার না করা ।
- ক্ষারহীন ভালো সাবান দিয়ে প্রতিদিন গোসল করা ।
- গোসল কিংবা হাত মুখ ধোয়ার পর ত্বকের মসৃণতা বাড়ানোর জন্য ক্রিম/অলিভওয়েল/গ্লিসারিন ব্যবহার করা।
- বাইরে থেকে ঘরে ফিরেই দেহের অনাবৃত অংশ ধুয়ে পরিষ্কার করা।

খ) পোশাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা

শুধুমাত্র অঙ্গপ্রতঙ্গের পরিচ্ছন্নতাই দেহের সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বিধান করতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন পোশাক পরিচ্ছদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। পোশাকের পরিচ্ছন্নতার সাথে দেহের সুস্থতা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ, পোশাক মানুষের দেহ সংলগ্ন থাকে এবং দেহের পরিচ্ছন্নতাকে রক্ষা করে। অপরিচ্ছন্ন পোশাক দেহকে অপরিচ্ছন্ন করে। অপরিচ্ছন্ন পোশাক পারিপাট্যের অন্তরায়। এজন্য দৈহিক পরিচ্ছন্নতাকে নিশ্চিত করার জন্য পোশাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	পারিপাট্যতার উপায়গুলো বর্ণনা করুন।

সারাংশ

নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য পরিপাট্যতা ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত জরুরি। ব্যক্তির দেহের সাথে মানানসই পোশাক-পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক প্রসাধন সামগ্রীর সুসমন্বিত প্রকাশই পরিপাট্যতা। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা বলতে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং পোশাক, পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতাকে বোঝায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতার জন্য হাত, পা, দাঁত, চোখ, চুল, নাক, কান, গলা ও ত্বকের যত্ন নেয়া প্রয়োজন। যেহেতু আমরা আমাদের দেহকে পোশাক দিয়ে আবৃত করি, তাই দেহের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার থাকাও আবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। চোখের সুস্থতার জন্য কোন ধরনের খাবার গ্রহণ করা উচিত?

ক) ভিটামিন এ খ) ভিটামিন বি

গ) ভিটামিন সি ঘ) ভিটামিন ডি

২। ত্বকের যত্নে প্রয়োজনীয় উপকরণ-

i. ক্রিম

ii. অলিভওয়েল

iii. গ্লিসারিন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৭.৫ পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পোশাকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব বহিঃপ্রকাশের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

পোশাক ব্যক্তিসত্ত্বার একটা অপরিহার্য অংশ। পোশাক পরিধান মানুষের মৌলিক, মানবিক অধিকার। ব্যক্তিত্ব শব্দটির মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হলো 'সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যক্তির গঠন, আচরণের ধরন, আগ্রহ, ভাবভঙ্গি, সামর্থ্য এবং প্রবণতার সংহতি এবং ঐক্য।' অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব দেহ ও মনের মিলিত বহিঃপ্রকাশ।
পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তি তার মনের অন্তর্নিহিত অনুভূতি ও রুচি প্রকাশ করে থাকে। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পোশাকের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পোশাক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম। যেমন–

- নতুন পোশাক পরলে মন প্রফুল্লতায় ভরে ওঠে। চেহারায়ও উজ্জ্বলতার ছাপ দেখা যায়।
- পোশাক পরিবেশের সাথে মানানসই হলে পরিধানকারীর মনে কোনো সংশয় থাকে না। তখন নিজেকে নিঃসংকোচে প্রকাশ করা যায় এবং ব্যক্তিত্বে সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ততা ফুটে ওঠে।
- পরিবেশ অনুযায়ী সঠিক পোশাক না পরিধান করলে মনে অস্বস্তি এবং জড়তা তৈরি হয়। ফলে শরীর, মন আড়ষ্ঠ হয়ে ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটে না। এক্ষেত্রে নিজেকে আড়াল করার প্রবণতা দেখা যায়।
- পোশাকের আকার, নকশা, জমিন, রং ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে। জমকালো নকশাবহুল, বড় ছাপা ও ভারি জমিনের বস্ত্রের পোশাকে মোটা মেয়েদের আরও মোটা দেখায়। কম নকশাযুক্ত ছোট ছোট ছাপা এবং হালকা জমিনের বস্ত্রের তৈরি পোশাক খাটো মোটা দেহাকৃতির মেয়েদের জন্য উপযোগী। পাতলা মেয়েদের জন্য ঢিলেঢালা, পুরো হাতা, বড় ছাপা, গাঢ রং ও ছোট গলার পোশাক উপযোগী। চেক বা ডুরে কাপড়ও দেহের উপর প্রভাব ফেলে। যেমন- লম্বা বা খাড়া রেখার পোশাকে খাটো ব্যক্তির দেহাকৃতি কিছুটা লম্বা দেখায়। অপর দিকে আড়াআড়ি রেখায় অতিরিক্ত লম্বা ব্যক্তিকে কিছুটা খাটো দেখায়।
- দেহের ত্বক, চুল, চোখের রঙের সাথে মানানসই পোশাকের রং নির্বাচন করে দেহের ক্ষীণতা ও স্থূলতা ঢাকা যায়। নীল, সবুজ, নীলাভ সবুজ ইত্যাদি স্নিগ্ধ রঙের পোশাকগুলো স্থূল দেহের মেয়েদেরকে আপাতভাবে কম স্থূল দেখায়। অন্যদিকে লাল, হলুদ, কমলা ইত্যাদি প্রখর রংগুলো খাটো ও ক্ষীণকায়দের জন্য উপযোগী। যাদের দেহের বর্ণ উজ্জ্বল তাদের সব রকমের রঙের পোশাকে মানায়। শ্যামলা ও অনুজ্জ্বল বর্ণের মেয়েদের জন্য হালকা প্রতিফলনকারী কমলা, হলুদ, গোলাপী ইত্যাদি রংয়ের প্রতিফলনে দেহের বর্ণ কিছুটা উজ্জ্বল দেখায়।
- উজ্জল রংকে আনন্দদায়ক রং বলা হয়। বিভিন্ন আনন্দ উৎসবে এই রংগুলো পোশাকে ব্যবহার করা হলে ব্যক্তিত্বেও তার প্রভাব পড়ে। আবার কোনো শোক অনুষ্ঠানে হালকা রং, সাদাসিধে ডিজাইনের পোশাক পরা হলে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে।
- সামাজিক রীতি-নীতি ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে পোশাক পরিধান করা হলে তার ব্যক্তিত্ব অন্যকে আকর্ষণ করে। উগ্র, অমার্জিত পোশাক মোহনীয় ব্যক্তিত্বের পরিপন্থি।
- পোশাক ও ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক সমন্বয় ঘটানোর জন্য সাজসজ্জার আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো যেমন- জুতা, ব্যাগ, বেল্ট, কেশ বিন্যাস ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ঘটাতে হয়।
- পোশাকের মাধ্যমে সামগ্রিক সাজসজ্জায় পরিপাট্য সৃষ্টি করার একটা অন্যতম শর্ত হল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। এলোমেলো চুল, ময়লাযুক্ত বড় বড় নখ সৌন্দর্যহানি করে।

অর্ন্তমুখী, বর্হিমুখী এবং উভয়মুখী ব্যক্তিত্বের মাঝে রুচিতে ভিন্নতা দেখা যায়। কিন্তু যে ধরনের ব্যক্তিত্বেরই হোক না কেন সুরুচিপূর্ণ মানানসই পোশাক ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করে। কুরুচিপূর্ণ, উদ্ভট বা বেখাপ্পা পোশাক ব্যক্তিত্বকে ম্লান করে দেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কীভাবে ঘটে ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলোই হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব। শারীরিক গঠন, চালচলন, কণ্ঠস্বর, মেজাজ ও আবেগের মাধ্যমেই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পোশাকের সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যেমন- নতুন পোশাক পরলে মন প্রফুল্লতায় ভরে ওঠে। চেহারায়ও উজ্জ্বলতা দেখা যায়। পোশাকের আকার, নকশা, জমিন, রং ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে। জাঁকজমক, নকশাবহুল, বড় ছাপা ও ভারি জমিনের বস্ত্রের পোশাকে মোটা মেয়েদের আরও মোটা দেখায়। কম নকশাযুক্ত ছোট ছোট ছাপা এবং হালকা জমিনের বস্ত্রের তৈরি পোশাক খাটো মোটা দেহাকৃতির মেয়েদের জন্য উপযোগী। পাতলা মেয়েদের জন্য ঢিলেঢালা, পুরো হাতা, বড় ছাপা, গাঢ় রং ও ছোট গলার পোশাক উপযোগী। চেক বা ডুরে কাপড় ব্যবহারেও দেহের উপর প্রভাব পড়ে। যেমন লম্বা বা খাড়া রেখার পোশাকে খাটো মেয়েদের দেহাকৃতি কিছুটা লম্বা দেখায়। অপর দিকে আড়াআড়ি রেখায় অতিরিক্ত লম্বা মেয়েদের কিছুটা খাটো দেখায়। আবার রং নির্বাচনে দেখা যায় যে নীল, সবুজ, নীলাভ সবুজ ইত্যাদি স্নিগ্ধ রঙের পোশাকগুলো স্থূল দেহের ব্যক্তিকে আপাতদৃষ্টিতে ক্ষীণকায় দেখায়। অন্যদিকে লাল, হলুদ, কমলা ইত্যাদি প্রখর রংগুলো খাটো ও পাতলা মেয়েদের জন্য উপযোগী। যাদের দেহের বর্ণ উজ্জ্বল তাদের সব রকমের রঙের পোশাকে মানায়। শ্যামলা ও অনুজ্জ্বল বর্ণের মেয়েদের জন্য হালকা কমলা, হলুদ, গোলাপী ইত্যাদি রংয়ের প্রতিফলনে দেহের বর্ণ কিছুটা উজ্জ্বল দেখায়। পোশাকের মাধ্যমে সামগ্রিক সাজসজ্জায় পরিপাট্য সৃষ্টি করার একটা অন্যতম শর্ত হল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। সুরুচিপূর্ণ মানানসই পোশাক ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করে তোলে। কুরুচিপূর্ণ, উদ্ভট বা বেখাপ্পা পোশাক ব্যক্তিত্বকে ম্লান করে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। স্থূল দেহের মেয়েদের জন্য কোন রঙের পোশাক উপযোগী?

ক) হালকা নীল খ) কমলা

গ) গোলাপী ঘ) হলুদ

২। জাঁকজমক, নকশাবহুল, বড় ছাপা ও ভারি জমিনের বস্ত্রের পোশাক কাদের জন্য উপযোগী নয়?

ক) পাতলা ও লম্বা ব্যক্তি খ) পাতলা ও খাটো ব্যক্তি

গ) মোটা ও খাটো ব্যক্তি ঘ) লম্বা ব্যক্তি

পাঠ-১৭.৬ অপ্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পুরাতন কাপড়কে ব্যবহারের উপযোগী শিল্পসামগ্রীতে পরিণত করতে পারবেন।

পুরাতন শাড়ির ব্যবহার

গৃহে নানা ধরনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এবং অব্যবহৃত জিনিসের জন্ম হয়। এগুলোর মধ্যে জীর্ণ ও পুরাতন বস্ত্র অন্যতম। এসব অপ্রয়োজনীয় বস্ত্রকে নানাভাবে কাজে লাগানো যায়। যেমন–

পুরাতন বস্ত্র, শাড়ি, বিছানার চাদর, পর্দা ইত্যাদি রং চটে গেলে, সামান্য ছিঁড়ে গেলেও ব্যবহার করা যায়। পুরাতন কাপড় দিয়ে গ্রামের মেয়েরা নকশি কাঁথা বানায়। পুরাতন কাপড়ের কাঁথায় নানা ধরনের লতা পাতা, দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়। এভাবে তৈরি হয় নকশি কাঁথা। বর্তমানে এসব কাঁথা শুধু শীত নিবারণেই নয় বরং বিছানার চাদর, সোফার কাভার, দেয়ালসজ্জা, মেঝের আচ্ছাদন হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

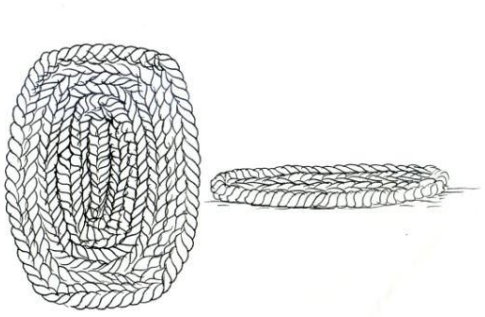

চিত্র-১৭.৬.৫: পুরাতন কাপড় দিয়ে তৈরি পাপোশ

পুরাতন শাড়ি দিয়ে পা মোছার পাপোশ তৈরি করা যায়, ধাপগুলো হলো–

- প্রথমে শাড়ির এক মাথায় গিট দিয়ে নিতে হবে।
- এবার শাড়িটিকে লম্বালম্বিভাবে তিনভাগে ভাগ করে নিতে হবে।
- তারপর শাড়িটিকে কোথাও ঝুলিয়ে নিয়ে লম্বালম্বি করে শক্তভাবে বেণী করে নিতে হবে।
- এখন বেণীটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটার সাথে অন্যটা সুই সুতা দিয়ে আটকিয়ে ফেলতে হবে।
- এধরনের পাপোশ গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির হবে।

টুকরা কাপড় ব্যবহার

বাড়িতে কাপড় সেলাইয়ের কাজ করার পর বিভিন্ন টুকরা কাপড় অপ্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে বের হয়। বড় বড় টুকরাগুলোকে একত্র করে একই মাপ ও একই আকৃতিতে কেটে সবগুলো কাপড় পর পর মেশিনে জোড়া লাগিয়ে চারপাশে কাপড়ের পাড় বা অন্য কাপড়ের বর্ডার দিয়ে বেড কভার, টেবিল কভার ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	গৃহের অপ্রয়োজনীয় বস্ত্র ব্যবহার করে নতুন একটি ব্যবহার্য শিল্পসামগ্রী তৈরি করুন।

সারাংশ

গৃহে পুরাতন বস্ত্র, শাড়ি, বিছানার চাদর, পর্দা ইত্যাদি রঙ চটে গেলে গ্রামের মেয়েরা সেসব কাপড় দিয়ে সুন্দর করে নকশি কাঁথা বানায়। বর্তমানে এসব কাঁথা শুধু শীতের আচ্ছাদন নয় বরং বিছানার চাদর, সোফার কাভার, দেয়াল সজ্জা, মেঝের আচ্ছাদন হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। পুরাতন শাড়ি দিয়ে পা মোছার গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির পাপোসও তৈরি করা যায়। বিভিন্ন টুকরা কাপড় একত্র করে একই মাপ ও একই আকৃতিতে কেটে সবগুলো কাপড় পর পর মেশিনে জোড়া লাগিয়ে চারপাশে কাপড়ের পাড় বা অন্য কাপড়ের বর্ডার দিয়ে বেড কভার, টেবিল কভার ইত্যাদিও তৈরি করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৭.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বর্তমান নকশি কাঁথা ব্যবহৃত হয়–

i. বিছানার চাদর হিসেবে
ii. দেয়ালসজ্জা হিসেবে
iii. শীতবস্ত্র হিসেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সোমা ছোট-বড়, পাতলা-ভারী, সুতি-নাইলন, রেশমি-পশমি বিভিন্ন ধরনের কাপড় একসাথে ধোয়ার জন্য বের করলেন। সোমার মা বললেন, "কাপড় ধোয়ার আগে পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হবে। এসব কাপড় ধুতে একাধিক পদ্ধতিও অনুসরণ করতে হবে।"

ক) বস্ত্র ধৌতকরণের মূল উদ্দেশ্য কী?
খ) দৈহিক পরিচ্ছন্নতার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা জরুরি কেন?
গ) সোমা কাপড় ধোয়ার আগে কী ধরনের পূর্ব প্রস্তুতি নেবেন - বুঝিয়ে দিন।
ঘ) উদ্দীপক অনুযায়ী সোমার ময়লা কাপড়গুলোর ধৌতকরণ পদ্ধতিগুলো কী হওয়া উচিত - ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৭.১ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৭.২ : ১। ঘ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৭.৩ : ১। ঘ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৭.৪ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৭.৫ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৭.৬ : ১। ঘ